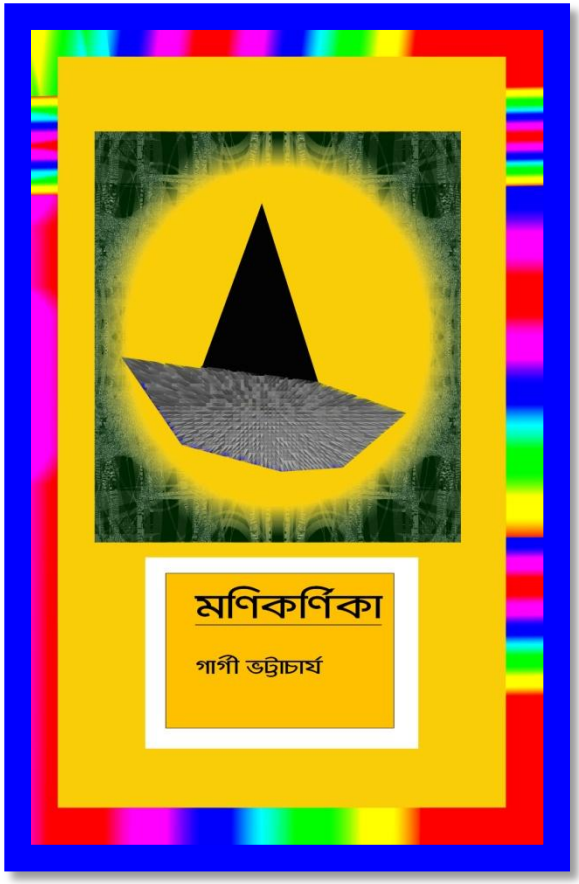
মণিকর্ণিকা
গার্গী ভট্টাচার্য

# মণিকর্ণিকা

গার্গী ভট্টাচার্য

COPYRIGHTED MATERIAL

**Information and Images;**
**Internet, credit goes to them .**

**Mahavatar Babaji & the**
**Golden Body of Light**

জামশেদপুরের আইভিলতা চ্যাটার্জি যার লতা নামের অংশটা তাকে বিরক্তিতে ফেলতো সে এতই দাম্ভিক তার এক জঘন্য ইতিহাস রয়েছে । এই মহিলা রূপী ডাইনির মা বেশ্যা । খারাপ পাড়ার মেয়ে । বাবা এই মহিলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসে ও কিছুদিন যাবৎ বায়ুসেনায় শর্ট টার্ম সার্ভিস করতে থাকে ও পরে টাটায় কাজ নেয় প্যাথোলজিস্ট হিসেবে । এই লোকটির নাম ডা: রমেশ চ্যাটার্জি । বুদ্ধদেব গুহর সবিনয় নিবেদন উপন্যাসে এর চরিত্র রয়েছে এক উপকারি ও টাটা হাসপাতালের ভালো চিকিৎসক হিসেবে । কিন্তু আমরা কত কম জানি । লোকটি একদিকে ছিলো জেনেরাস , অনাথ ও সুশিক্ষিত । অন্যদিকে লম্পট , রাগী ও সীমাহীন এক ব্যাক্তিত্ব । এই লোকটি যেহেতু বেশ্যাকে বিয়ে করে আনে তাও বিয়ে করে কিনা কেউ জানেনা নিয়ে আসে সাথে করে ও হয়ত কেপ্ট করে রাখে ভদ্র পাড়াতে যাতে করে পরবর্তীতে ওর লাম্পট্যের সুবিধে

হয় কারণ এহল এমন লোক যে এক নারীতে সন্তুষ্ট হতোনা । পেদোফাইল লোক । তাই কেপ্টকে নিয়ে এলে কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না সেজন্য ওকে তুলে আনে । এরপর রমেশ চ্যাটার্জির তিন / চারখানা মেয়ে হয় ।

পুত্র সন্তান না হওয়া এর ফ্রাস্টেশানের এক কারণ । সবকটা মেয়ে ? সবাইকে নিয়মিত রমণের ফাঁদে ফেলে লোকটি । বৌ প্রতিবাদ করলে তাকে মারধোর দিয়ে দিতো এই বলে যে তোকে তো উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি তাতেই খুশি থাক্ আবার আমাকে ফাঁসাচ্ছিস কেন , কাজে বাঁধা দিচ্ছিস্ কেন ? এইনা বলে সবকটা মেয়েকে সেক্সে লাগাতো নিজের সাথে । সবচেয়ে বেশি সেক্স চলতো আইভির সাথে ।

টাটা হাসপাতালের অনেক নার্স , ধাঈমাকেও সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজ করেছে এই শয়তান ।

অনেকে এর ওপরে খাপ্পা ।

এখন টাটার বস্ একে ক্ষমা করলেও টাটার এক বিশাল মাপের অফিসার এদের ক্ষমা করবেন না মোটেই । হি ইজ ভেরি ভেরি অ্যাংরি । রমেশ বা রমণের ইশে , যেহেতু কিছুদিন এয়ারফোর্সে ছিলো তাই একটু ডাকাবুকো হয়ে ওঠে ও নিজ সংস্কৃতি না থাকলেও অনাথ বলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ডান্স ফান্স শিখে নেয় । এবার আইভি ছিলো একটু গন্ডি লাগা মেয়ে । গায়ে গন্ডি ও ভারী নিতম্ব বাবাকে আকৃষ্ট করে । সি ওয়াজ হিজ সেক্স ডল আর চিকিৎসক হওয়াতে কোনোদিন কেউ পোয়াতি হয়নি বা এসটিডি হয়নি কারো । নিয়মিত মেয়েকে নিয়ে রমণে মাতে রমেশ ।

সব কন্যার পিরিয়েডের ডেট মুখস্থ বাবার । মা নীরব দর্শক । কোনো উপায় ছিলোনা মহিলার । এখন এরা মনে করছে আমি সব লিখে প্রচার করছি এদের কাহিনী ।

কিন্তু এটা আমার স্পিরিচুয়াল মিশান অন আর্থ । এগুলি লিখে লিখে লোককে অবহিত করা যাতে তারা শিক্ষা নিতে পারে যে অধর্ম নেভার পেজ । নট ইভেন ইন কলিযুগ ।

কিছুটা নিরুপায় মহিলা এইসবে সায় দিতে বাধ্য হয় । পাশের বাড়ির কাকিরা সবই জানতো । পাড়ার সবাই ওদের ত্যাগ করে । কেবল সাঁওতালি ও ক্রিমিন্যাল ধরণের বিহারিরা ব্যাতীত । তার বর সন্দীপকেও ধরে ঢুকতাক করে কারণ সে ছিলো ওর প্রথম প্রেম । সন্দীপের পরিবার রাজি হয়না এই চলচুলোহীন এক ডাক্তারের পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে যেতে কিন্তু আইভির হাতে তখন ইচ্ছেনুড়ির শক্তি । সাঁওতালি উপদেবতার পাওয়ার । এক খুলির অজানা শক্তি । কি না পারে সে ? ইচ্ছে করলেই জগৎ জয় করতে সক্ষম । অন্তত: এমনই মনে করতো তখন । নিয়মিত বাবার সাথে যৌন

সঙ্গম করতে করতে ও অ্যানাল সেক্স করতে করতে আইডি একসময় সেটাকে মনিটাইজ করার প্ল্যান করে। এজন্যেই তো আজ স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ পেয়েছে ! আপনি পারবেন এমন চমৎকার মনিটারি পলিসি /ফিসক্যাল পলিসি ব্রেন স্টর্ম করতে ?

বাবার সঙ্গে সেক্স করার পরে ও উপহার নিতে শুরু করে। বাবাও একের পর এক রাত ওকে ভোগ করে এমন কি মাধ্যমিকের একেবারে আগে পর্যন্ত ওকে গিফ্‌ট দিয়ে ভুলিয়ে রাখতো।

আমার এগুলি চ্যানেল করার উদ্দেশ্য হল আজকের সামাজিক অবক্ষয়। অথচ এরাই সমাজে নমস্য সেজে বসে আছে। তথাকথিত চিকিৎসক। নবেল লরিয়েট। লেখিকা। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। এইসব। আর কেবল বসেই নেই অন্যদের ভাগ্য বিধাতা হয়ে উঠেছে তুকতাকের হাত ধরে। তাই এবার এরা ফল

ভুগবে । আইভি আমার চোখে ডায়বেটিক রেটিনোপ্যাথি করার ফন্দি আঁটছে । কারণ আমি ওকে এক্সপোজ করে দিয়েছি ।

আবার সেই সুতপা যে নিজের সারমেয়কে বীভৎস উপায়ে মেরেছে সে আমার দেহে লিওমায়ো সারকোমা করে দেবার চেষ্টা করছে । কারণ একই এক্সপোজ । আর শনিদেব ওদের শাস্তি দিয়েছেন ।

কিন্তু আরো যত ভুল করবে এরা আরো সাফার করবে । এদের মুক্তির একটাই উপায় হল সারেন্ডার করা মহাজগতের কাছে ।

আইভির উচিৎ ছিলো ওর নোংরা জীবন দেখে তুকতাকের সাহায্য না নিয়ে লোকের ক্ষতি করে অন্যদের দেখে নিজেকে প্রশ্ন করা হোয়াই মি ? হোয়াই আই অ্যাম দা ভিক্টিম ?

হোয়াই নট টম , ডিক্ অ্যান্ড হ্যারি ? দেয়ার মাস্ট বি সাম ফল্ট ইন মি ।

তারপর নিজের জীবনটা ওর সামাজিক কাজে বা ভগবানকে উৎসর্গ করা উচিৎ ছিলো । যেমন ছিলো জেফ্ বেজোজ এর মতন নোংরা থেকে জন্ম হওয়া বা অ্যান্থনি অ্যালবানিজির মতন পাক থেকে জন্মানো লোকেদের । কার কি কর্ম আর কেন এমন জীবন হয় তা একমাত্র মহাজগৎই জানে । আমরা জানিনা । কিন্তু আমরা বর্তমানকে শুধরাতে পারি নিশ্চয়ই । তাই আমাদের উচিৎ সবসময় শুভকাজে নিযুক্ত হওয়া অতীতকে না জেনে তাই নিয়ে হা হতাশ করে বা ভেবে । কার কিজন্য কিদৃশ জিনিস জীবনে হয় কেউ জানেনা । অনেক রথী মহারথীর জীবন অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় । কাজেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এগিয়ে চলা । আইভিদের উচিত ছিলো টাটার বড় অফিসারদের অ্যালার্ট করা ও পুলিশকে জানানো এই ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ।

আইভি যদি আরো শয়তানি করে আমার বিরুদ্ধে ও আরো ফেঁসে যাবে কিন্তু আমার কিছুই হবেনা । কারণ আমি স্পিরিচ্য়ালি এগোনো সোল । তাই ঘাওড়ামি না করে এই মহিলার উচিৎ এবার মাথা ঠান্ডা করে নিজের দিকটা ভাবা । অন্ত: ওর কন্যার কথা ভেবে ।

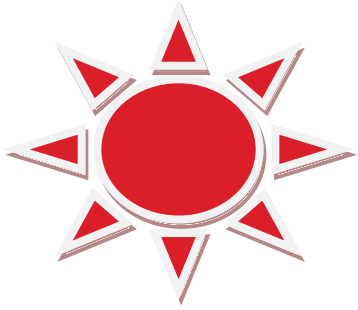

পাপ সে ধরতি ফাটি

অধর্ম সে আসমান

অত্যাচার সে কাঁপি ইন্সানিয়াৎ

রাজ কর রেহে হয়য়ান

জিন কি হোগি তাকাৎ অপুর্ব

জিনকা হোগা নিশানা অভেদ

ও করেঙ্গে ইনকা সর্বনাশ

উসে কহেলাঙ্গে ত্রিদেব !

এই বিখ্যাত ডায়লগ কে না জানে সেই সুপার ডুপার হিট সিনেমা ত্রিদেবের ?

এখন মনে হয় সেই সময় আগত । তাই এইসব শয়তানের মুখোশ খুলে পড়ছে । এখানে আমি যেই হাসপাতালে ভর্তি এখানে আমাকে মারার চক্রান্ত করছে । আমি স্কোপ করবো । এত প্রেপ দিচ্ছে যা সচরাচর কোনো জায়গাতে দেয়না । সাধারণত স্কোপের আগের সন্ধ্যা থেকে এগুলি খাওয়ায় যাতে পেট ক্লিন হয় । আমাকে ২ দিন আগে থেকে মোট ৪ লিটার খাওয়াচ্ছে যেখানে আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এই একই কারণে তাই এবার হাসপাতালে ভর্তি

হয়েছি স্কোপ করার জন্য । আর আমাকে অনেক ইন্সুলিন দিচ্ছে অথচ সেই অনুপাতে খেতে দিচ্ছে না । ওদের প্ল্যান হল আমাকে এইভাবে কাহিল করে মেরে ফেলা । যেখানে আমার রেগুলার ডায়রিয়া হয় বলে আমি নিয়মিত অ্যাণ্টাই ডায়রিয়া ওষুধ খাই । সেখানে আমাকে এত প্রেপ দিচ্ছে ও ঘরে কোনো জল নেই । ডি হাইড্রেশান হবার কল । আর প্ল্যান হল আমাকে অজ্ঞান করে মেরে ফেলার ।

যেই চিকিৎসক থাকবে সে টাকা নিয়েছে ।

শ্রীলঙ্কার ডাক্তার । পালাবার ফন্দী করবে এখন কিন্তু যেই জেটে যাবে তা স্বয়ং কাত্যায়নী দেবী নামিয়ে দেবেন ওনার ত্রিনয়নী শক্তি দিয়ে ।

কারণ এই রমণী মিলিয়ন ডলারের জন্য দেবীর পার্থিব দেহকে পয়জন করে হত্যা করার চক্রান্ত করছিলো । তবে এসবই হল

লেবার মন্ত্রী ও সান্ত্রীদের গভীর ষড়যন্ত্রের কারণে। অনেক লেবার নেতারা আছেন যাঁরা আমাকে সাপোর্টও করেন অবশ্যি।

শোনা যাচ্ছে কাল হয়ত চিকিৎসক বদল হতেও পারে। প্ল্যান বি অ্যাক্টিভেট হওয়া সম্ভব। তবে এই হাসপাতাল হল ভগবান যীশুর নামে চালানো হয়। আর উনি ছিলেন যিসাস ক্রাইস্ট। আর হি ইজ নট অ্যালোন। উনি ক্রাইস্ট কনশাস্‌নেসে ছিলেন যাকে বলা হয় মোক্ষ বা ফনা বা অরিহন্ত বা বুদ্ধা হওয়া। কাজেই অন্য কোনো যিসাসকে হত্যার ষড়যন্ত্র হলে তা সমান অপরাধ বলে গণ্য করা হবে স্পিরিচুয়াল জগতে যা ক্ষমার্হ্য নয় কখনোই।

যেমন রমণ মহর্ষির আশ্রমের ওখানে ভন্ড সাধক লক্ষ্মণ স্বামী ক্যানিবালিজম্ করে। অরুণাচলে প্রদক্ষিণ করে রোজ মোক্ষ হওয়া সাধু সেজে কিন্তু থিরুভান্নামালাই শ্মশানে গিয়ে মড়ার দেহ থেকে চিম্‌টা দিয়ে লাশ খুবলে

খেয়ে নেয় পিশাচকে সন্তুষ্ট করে শক্তি পেতে। একেও মহাবিশ্ব ক্ষমা করবে না এর ভড়ং ও শয়তানির জন্য।

আর এদিকে আমি যিসাস সেজে তাহলে কি নিজেই নিজের কথা লিখছি ? আমি মেসেজ চ্যানেল করি মাত্র। দৈববাণী লিখি। মেসেঞ্জার আমি; কথাগুলো দেবতার।

যেসব মানুষেরা এসে ভগবানের নিকট সারেন্ডার করছেন তারা সবাই কোনো না কোনো সময় আমার আপনজন অথবা নিকটতম মানুষ ছিলো। তারা আমার বুকের ভেতরে এখনও সমান উজ্জ্বল। তাই তাদের কেউ ফাঁসিয়ে দিলেও তারা শয়তান নয়। আমি তাদের উদ্ধার করে নিয়ে চলে যাবো। আমার স্পিরিচুয়াল শক্তির মাধ্যমে।

**********

কিন্তু যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে তারা কঠিনতম সাজা পাবে ও হয়ত কোনো এক সময় যখন তাদের দম্ভের খোল্‌স খুলে পড়বে আর নিজ মুখ আয়নায় পরিষ্কার দেখতে সক্ষম হবে তখন তাদের মুক্তি দেবেন স্বয়ং সুপ্রিম বিং । কারণ এই কসমসে কেউ স্থায়ীভাবে থাকতে পারেনা । এই নৃত্য হল ক্ষণস্থায়ী । একদিন চলে যেতেই হবে কেবল যত শয়তানি করবে তত তোমার ভোগের সময় সীমাটা বেড়ে যাবে আর নিদারুণ কষ্ট তোমাকে আঁকড়ে ধরবে যার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব ।

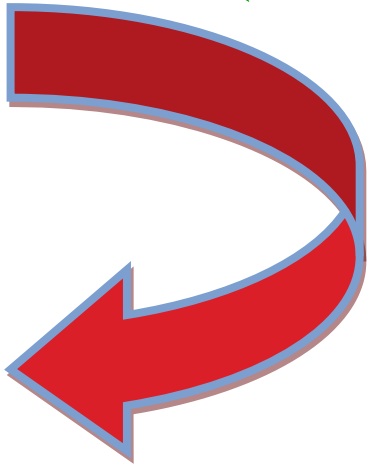

# সমাপ্ত